ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকীজ লিঃএর
নিবেদন !
Released
25-6-1949
শরৎচন্দ্রের
অনুরাধা
Rupdan
গোল্ডেন রিলিজ

• পরিচয়লিপি •

দেবেন্দ্রনাথ সোমের প্রযোজনায়
ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকীজ লিমিটেডের প্রথম চিত্রাঞ্জলি

: কাহিনী :
৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

: সঙ্গীত :
কমল দাশগুপ্ত

: আলোক-চিত্র :
অজয় কর

: শব্দানুলেখক :
নৃপেন পাল, শচীন চক্রবর্ত্তী

: কারু-শিল্পী :
কার্ত্তিক বসু

: সম্পাদনা :
রবীন দাস

: রসায়নাগারিক :
ধীরেন দে (কে, বি)

: তত্ত্বাবধান :
নীহার পাক্‌ড়াশী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **প্রণব রায়**

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে গৃহীত • বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী কর্ত্তৃক পরিস্ফুট

* সহকারীবৃন্দ *

পরিচালনায় :
সহযোগী পরিচালক—নীতীশ রায়
সহকারী পরিচালক—নারায়ণ ঘোষ,
দেবু মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতে : নিতাই ঘটক
আলোক চিত্রে :
বিমল মুখার্জ্জী, বেবী, কানাই

শব্দ-গ্রহণে : ইন্দু অধিকারী
সম্পাদনায় : গোবর্দ্ধন অধিকারী
তত্ত্বাবধানে :
ক্ষিতীশ আচার্য্য, স্বদেশ সরকার
কারু-শিল্পে : অনিল পাইন
রূপ-সজ্জায় : গোষ্ঠ দাস

* ভূমিকালিপি *

কানন দেবী

জহর গাঙ্গুলি • মোহন ঘোষাল • কানু বন্দ্যো • উমা গোয়েঙ্কা • নিভাননী • তুলসী চক্রবর্ত্তী • ফণি বিদ্যাবিনোদ • কুমার মিত্র • গিরিবালা • প্রভাত সিংহ • শুক্তিধারা • মাষ্টার বাব্‌লু • সুকুমার হালদার • শিবকালী চট্টোপাধ্যায় • পাপা বন্দ্যো • কানাই শিম্‌লাই • কুঞ্জ • প্রতাপ • তারা ভাদুড়ী • রবি • ও আরো অনেকে ॥

একমাত্র পরিবেশক :: গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

অনুরাধা

পল্লীগ্রামে যে-বয়েসটাকে বিয়ের বয়েস বলে অনুরাধার তা' পার হ'য়ে গেছে। তবু পাত্র জোটেনি। অনুরাধা বলে, "কপালে তো রাজপুত্তুর জুটবে না, আমি বলি কি দাদা, তুমি ঐ ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও। লোকটার টাকা-কড়ি আছে, তবু দু'মুঠো খেতে-পরতে পাবো।"

বড় ভাই গগন বলে, "থাম্ থাম্! স্বভাব কুলীনের মেয়ে যাবে ঐ বংশজের ঘরে—আমি বেঁচে থাক্‌তে?"

গগনের আপত্তিটা আসলে অন্য কারণে। বড় আদরের বোন অনুরাধা, তাকে তুলে দেবে ঐ বুড়ো-বাহাত্তুরে ত্রিলোচনের হাতে!

কিন্তু উপায় কি? ভাল পণ দিয়ে ভাল পাত্র আন্‌বে গগন চাটুজ্যের আজ সে অবস্থা কৈ? স্বর্গীয় পিতাঠাকুর রাখ্‌বার মধ্যে রেখে গেছেন আকণ্ঠ ঋণ—দেনার দায়ে শুধু জমিদারী নয় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে। প্রতিবেশী বিনোদ ঘোষ পরামর্শ দেয়, "একবার হরিহর ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করো। মস্ত কাঠের কারবার, সদাশয় ব্যক্তি, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।"

ব্যবস্থা অবশ্য একটা হলো। ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করে ঘোষাল মশাই গণেশপুরের জমিদারীটা নিজেই কিনে নিলেন এবং গগন হোল তাঁর গোমস্তা।

কিন্তু গ্রহের চক্রান্তে ঘটনা দাঁড়াল অন্য রকম। বছর দু'য়েক ধরে খাজনার টাকা বাজে-খরচে উড়িয়ে দিয়ে, পুলিশের ভয়ে একদা রাত্রে গগন গা-ঢাকা দিলো। দূরসম্পর্কের বোন্-পো দশ বছরের সন্তোষকে নিয়ে অনুরাধা পড়ে রইল একা, অসহায়।

এমন অবস্থায় ঘোষাল মশায়ের ছোট ছেলে বিজয় ঘোষাল একদিন গণেশপুরে এলো ফেরারী আসামীর তদন্ত করতে আর ভদ্রাসন বাড়ীটার দখল নিতে। এখানেই দু'জনের পরিচয়।

বিজয় বিলেত-ফেরত কড়া প্রকৃতির লোক। লাঠি-সোঠা-পাইক-দারোয়ান নিয়ে এসেছিল বাড়ী-দখল নিতে। কিন্তু, অনুরাধার সকরুণ দয়া ভিক্ষার মধ্যে এমন একটা চাপা আত্মমর্য্যাদাবোধ ছিল যে মনে মনে বিজয়কে হার মান্‌তে হোল। বিজয় বেশ বুঝলো, দরিদ্র এবং অশিক্ষিতা হলেও অনুরাধা ঠিক সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে নয়।

বাড়ী থেকে অনুরাধাকে আর তাড়ানো হোল না। সে রইল অন্দর মহলের আড়ালে, আর বিজয় এসে উঠ্‌লো সদরে কাছারি ঘরের পাশে।

গল্প এখানেই শেষ হ'য়ে যেতো, যদি বিপত্নীক বিজয়ের সঙ্গে তার ছ'বছরের মা-মরা ছেলে কুমার গণেশপুরে না আসতো। গোল বাধালো এই ছেলেটাই। সদর থেকে এক ফাঁকে পালিয়ে কুমার তার পাতানো মাসীমা অনুরাধার সঙ্গে এমন ভাব করে ফেল্‌লো যে, বাপ তার নাগালই পায় না!

কিন্তু ছেলের নাগাল না পেলেও বিজয় আর একটি দুর্লভ বস্তুর নাগাল পেলো,—ছেলের সূত্র ধরে অন্দর মহলে যাতায়াতের অধিকার। ছেলের দুরন্তপনার উল্লেখ করে বিজয় বলে, "শুনেছি আপনার ওপর কুমার কম উৎপাত করে না, কেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন?"

কুমারকে কোলের কাছে টেনে অনুরাধা বলে, "উৎপাত যদি করে, ও আমার ওপরেই করে আর কারুর ওপরে নয়।"

ছেলের সূত্র ধরে বিজয় যখনই কাছে আসতে চায় তখনই দেখে অনুরাধার সহজ ব্যবহারের মধ্যেও খানিকটা ব্যবধান রয়েছে। কাছে থেকেও যেন অনেকটা দূর।

ক'লকাতায় বিজয়ের দ্বিতীয় বিবাহ স্থির হয়ে আছে—তার বৌদি প্রভার ছোট বোন অনিতার সঙ্গে। অনিতা বি, এ, পাস করা মেয়ে। বিজয় বলে, "কিন্তু বি, এ, পাশের কেতাবের মধ্যে ছেলেকে যত্ন করার কথা লেখা নেই।"

অনুরাধা কুমারকে কাছে টেনে বলে, "ছেলের চেয়ে বি, এ পাশ বড়ো নয়। ছেলের বিপদ ঘট্‌বে এমন বিমাতা আনবেন কেন?

বিজয় বলে, "আনতে হয় না, ছেলের কপাল ভাঙ্‌লে বিমাতা আপনিই এসে ঘরে জোটেন। তখন বিপদ ঠেকাতে মাসীর শরণাপন্ন হ'তে হয়—অবশ্য তিনি যদি রাজী হন।"

এই কথার মধ্যে বিজয়ের মনের কোন গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল কিনা কে জানে। অনুরাধা শান্ত কণ্ঠে বলে, "যার মা নেই মাসী তাকে ফেলতে পারে না। যতো দুঃখে হোক্ মানুষ করে তোলেই।"

বিজয়ের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কি সত্যিই অনুরাধার মনের কথা?

পল্লীগ্রামের সমাজ এক বিচিত্র জগৎ। বিজয় অনুরাধার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে অপবাদ রটতে দেরী হোল না এবং এই অপবাদ অনুরাধার মর্য্যাদাবোধকে দিল আঘাত। ফলে, বিজয় যেদিন স্পষ্ট করেই বললে, "কুমারের সমস্ত ভার তুমিই নাও," সেদিন অনুরাধাও স্পষ্ট কণ্ঠে জানালো, "না, সে হয় না। আর কয়েকটা দিন পরেই আমি গাঙ্গুলী মশায়ের ঘরে চলে যাবো, এ কথাতো আপনার অজানা নেই।"

বিজয় ভাবলো অনুরাধার কাছে আজ ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর ঐশ্বর্য্য, বড়ঘরের গৃহিনী হবার লোভটাই বোধ হয় বড় হয়ে উঠেছে। কুমারকে নিয়ে সে পরের দিনই ক'লকাতায় ফিরে গেল! জান্‌তেও পারলো না গণেশপুরের একটি নিরালা ঘরে দুঃখিনী, বঞ্চিতা অনুরাধার দুই চোখ তখন অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে।

এমন সময় রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে ফেরারী গগন ফিরে এলো বোনকে দেখতে। এসে শুনলো আগামী পরশু ত্রিলোচনের সঙ্গে তার বড় আদরের বোন অনুরাধার বিয়ে স্থির!

তারপর গল্পের পরিণতি ছবিতে দেখুন।

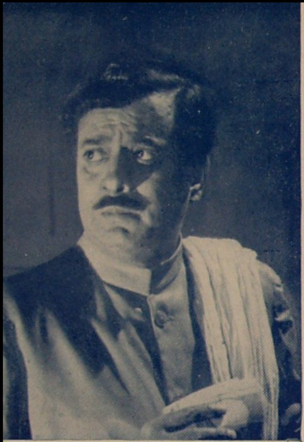

—গান—

(১)

রহিয়া রহিয়া কে দোল দিয়ে যায়
স্বপন-দোলায়।
সে ঘুম ভাঙায়ে মন রাঙায়ে বেণু বাজায়॥
তাহারি অনুরাগে ফুল জাগেরে,
জীবনে সবই যেন ভালো লাগেরে,
গানের বনশাখে পাখী কুহু গায়॥
যে-পথে মধু ঋতু ফিরে আসে রে,
সে-পথে আসিবে সে প্রিয় পাশে রে.
হিয়া যে ক্ষণে ক্ষণে আশা-পথ চায়॥
জানি গো দূরে থাকা ভুলে থাকা নয়,
স্বপনে তারি সনে ছিল পরিচয়,
দূরে যে রহে তারে মন কাছে পায়॥

—প্রণব রায় —অনিতার গান

(২)

অনেক দিনের কথা সে যে, স্বপ্ন কথা প্রায় ;
নাইতে এসে অধীরথ দেখল যমুনায়—
স্রোতের জলে যায় রে ভেসে একটি তামার থালা,
তার উপরে সোণার কমল রূপে ভুবন আলা !
নাহি জানে কাহার বাছা কে ভাসালো জলে
বুকে নিয়ে অধীরথ আপন ঘরে চলে।
আমার কথাটি ফুরালো,
সাঁজের তারাটি হারালো॥
ঘরে ছিল ঘরনী তার ছিল রাধা নাম,
কুমারে পাইয়া তার পুরে মনস্কাম।
গলায় তাহার কবচ দোলে কানেতে কুণ্ডল,
কোলে নিতে সুখে রাধার আঁখি ছলছল॥
আমার কথাটি ফুরালো...
রাধার কোলে বাড়ে কুমার চন্দ্রকলা প্রায়
রাধা ভাবে এত সুখ সহিবে কি হায় !
দিবারাতি দুরুদুরু দুখিনীর হিয়া
রাজার কুমার রাজার ঘরে যাবে গো চলিয়া।
আমার কথাটি ফুরালো...

—প্রণব রায় —অনুরাধার গান

(৩)

(মোর) মনের কথা শুনে যেয়ো, মুখের কথা নয়।
যাবার বেলায় এইটুকু মোর ছিল অনুনয়॥
ব্যথা দেওয়ার কি যে ব্যথা
মন জানে মোর হে দেবতা,
(যার) সারা জীবন ধূপের মতন, তারেই জ্বালা সয়॥
(শুধু) প্রণাম ছাড়া বলো তোমায় আর কি দেবার আছে ?
হায় ভিখারী চাইতে এলে ভিখারিণীর কাছে !
মোর সারা জনম দুখের শিখায়
এমনি করেই জ্বলুক না হায়,
সেই আলোতে তোমারই মুখ উজল যেন হয়॥

—প্রণব রায় —অনুরাধার গান

(৪)

ও কলঙ্কী চাঁদ রে, ও কলঙ্কী চাঁদ !
তোরে ভালবেসে মাথায় নিলাম একি অপবাদ॥
(ওরে) কলঙ্কী চাঁদের কালি দেখেছে সবাই,
কালো শশীর আলোটুকু দেখে শুধু রাই ;
তবু রাধার মনোসুখে লোকে সাধে বাদ রে
ও কলঙ্কী চাঁদ !
(ওরে) ঘরে আছে কালনাগিনী কুটিলা ননদী,—
(বলে) "কলঙ্কিণীর মরণ ভালো রয়েছে নদী,
(আছে) যমুনা নদী !"
শ্যাম, তুমি যদি হও যমুনা ডুবে মিটাই সাধ রে
মরণেরই সাধ॥
ও কলঙ্কী চাঁদ !

— প্রণব রায় —পুতুল নাচের গান

প্রণব রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল টকীজ লিমিটেডের পক্ষ হইতে
দেবেন সোম ও গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স কর্তৃক প্রকাশিত এবং
গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।

ফিল্মস্ লিঃ এর
নিবেদন
মহাদান
সোনালী পিকচার্স
কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
গোল্ডেন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত
প্রথম শ্রেণীর চিত্র পরিবেশনায় যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত.